দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 OCT 1988
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

041

বড়লেখায় মাধ্যমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে

বড়লেখা (মৌলভীবাজার), ২৪শে অক্টোবর (সংবাদদাতা)।- প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, উপকরণ ও আসবাবপত্রের অভাব, বিদ্যালয়গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থা এবং সর্বোপরি অপ্রতুল সরকারী মঞ্জুরির দরুন মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের কাজে হাত না দেয়ায় সমস্যা ক্রমশ: বেড়ে চলেছে।

প্রায় দু'লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত বড়লেখা উপজেলা। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১১টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১টি। তন্মধ্যে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় একটি। উপজেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কেও সরকারী করা হয়নি। প্রায় তিন বছর পূর্বে বড়লেখা সফরকালে সবচেয়ে পুরাতন এবং অতীত গৌরবের সাক্ষী পি, সি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ভাষণদানকালে রাষ্ট্রপতি হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদ বড়লেখা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়কে সরকারীকরণের আশ্বাস প্রদান করলেও অদ্যাবধি বিদ্যালয়টি সরকারীকরণ করা হয়নি, শুধু বিভিন্ন জটিলতার কথা দেখানো হচ্ছে। পি,সি উচ্চ বিদ্যালয় মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা কেন্দ্র। কিন্তু বিদ্যালয়টিতে নানা সমস্যা রয়েছে। আসবাবপত্রের এবং বিজ্ঞানের সরঞ্জামাদির অভাব রয়েছে। গত কয়েক বছরে সংস্কারেও হাত দেয়া হয়নি।

হাকালুকি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের সরঞ্জামাদি প্রায় নেই, বললেই চলে। আসবাবপত্রের অভাব, গৃহের জরাজীর্ণতা, চেয়ার টেবিল বেঞ্চ ও ব্ল্যাক বোর্ডের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এজন্য ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। দাসের বাজার এবং ফকিরের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে একই সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। দাসের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী অথচ মেয়েদের জন্য সাধারণ কক্ষটি পর্যন্ত নেই। এ ব্যাপারে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান গত ৫ই অক্টোবর বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে জেলা পরিষদের তহবিল থেকে 'সাধারণ কক্ষ' করে দেবার আশ্বাস দিয়েছেন।

শিক্ষকের এবং আসবাবপত্রের স্বল্পতা সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়েছে মুড়াউল উচ্চ বিদ্যালয়ে। একটি গৃহে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস করতে হয় অবর্ণনীয় দুর্ভোগের মাঝে। গৃহনির্মাণসহ আসবাব পত্র তৈরীর অনুদানের যত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা হবে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ততই মঙ্গল।

দক্ষিণভাগ, কাঠালতলী এবং ছিদ্দেক আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে উপকরণ সামগ্রীর অভাব প্রকটতর। খেলাধুলার মাঠেরও তেমন সুব্যবস্থা নেই।

জুড়ী এবং গোয়ালবাড়ী বিদ্যালয়ে সংস্কার প্রয়োজন।

অধিকাংশ বিদ্যালয়েই বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, যেগুলোতে বিজ্ঞানাগার আছে তাতেও সরঞ্জামের অভাব প্রকট।